উষা ফিল্মসের ষষ্ঠ নিবেদন জরাসন্ধের

ধনরাজ তামাং

অসীম সরকার প্রযোজিত ঊষা ফিল্মসের ষষ্ঠ নিবেদন

ধনরাজ তামাং

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা
পীযুষ বসু

সঙ্গীত
শ্যামল মিত্র

কাহিনী
জরাসন্ধ

চিত্রগ্রহণ পরিকল্পনা ঃ বিজয় ঘোষ ॥ চিত্রগ্রহণ ঃ গণেশ ঘোষ ॥ শিল্পনির্দেশ ঃ সূর্য্য চ্যাটার্জী শব্দগ্রহণ ঃ অনিল নন্দন ॥ সঙ্গীত গ্রহণ ঃ সত্যেন চ্যাটার্জী ॥ রূপসজ্জা ঃ নিতাই সরকার, মনোতোষ রায় ॥ সাজসজ্জা ঃ নিউ স্টুডিও সাপ্লাই ॥ কর্মসচিব ঃ মহাদেব সেন ও সন্তোষ দাসগুপ্ত স্থির-চিত্র ঃ এড্না লরেঞ্জ ॥ প্রচার পরিকল্পনা ঃ পূর্ণজ্যোতি ভট্টাচার্য্য ॥ পরিচয়-লিপি ঃ দিগেন স্টুডিও। চিত্রগৃহ-সজ্জা ঃ অনুপ কর্মকার ও সুশীল ব্যানার্জী ॥ চিত্রগৃহ ফুলসজ্জা ঃ গ্লোব নার্সারী (কলেজ স্ট্রীট শাখা) ॥ ফাইটিং কম্পোজার ঃ মহম্মদ আলী (বোম্বে) ॥ বহির্দৃশ্য গ্রহণ ঃ সিনে কুইক, রবীন সেনগুপ্ত ॥

ঃ রূপায়ণে ঃ

উত্তম কুমার, সন্ধ্যা রায়, উৎপল দত্ত, অনিল চ্যাটার্জী, দীলিপ রায়
তরুণ কুমার, তরুণ মিত্র, শম্ভু ভট্টাচার্য্য, অরুণ রায়, সুশীল রায়, অনিল মণ্ডল, রসরাজ চক্রবর্ত্তী ছায়াদেবী, সুধা জানা, মৃদুলা ধর, তন্দ্রা লাহা, ইয়াসমিন বাই, বিমলা, শকুন্তলা, প্রেমমায়া, দেবীসরা বাগেশ্বরী, বিষ্ণুমায়া, শীবেন ব্যানার্জী, অজিত ঘোষ, বলরাম রায়, অজিত বুখরা, রামনিবাস ভট্টাচার্য্য, বৈদ্যনাথ ব্যানার্জী, রাজঠাকুর, দুলাল সাহা, পরিতোষ বোস শান্তি চট্টোপাধ্যায়, ভাস্কর সেনগুপ্ত, রফি, নরেন ভারতী, সি, এল ভারতী, মলয় দাস, তপন হুই; জেম বরুয়া, কমলেশ, রতন বোস।

গীতরচনা ঃ গৌরী প্রসন্ন মজুমদার ও পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ সঙ্গীত ঃ হেমন্ত মুখার্জী, শ্যামল মিত্র আরতি মুখার্জী, ছায়াদেবী, শক্তি ঠাকুর।

ঃ সহকারীবৃন্দ ঃ

পরিচালনা ঃ অজিত চক্রবর্ত্তী, জয়ন্ত বোস, কুমার আবীর বোস ॥ দৃশ্য-গ্রহণ ঃ স্বপন দত্ত ॥ সম্পাদনা ঃ সুনীত সাহা ॥ শিল্প নির্দেশনা ঃ রাম নিবাস ভট্টাচার্য্য ॥ রূপসজ্জা ঃ বসু গাঙ্গুলী, বংশী রায় ॥ ব্যবস্থাপনায় ঃ হরি সরকার ও রতন দাস ॥ সাজসজ্জা ঃ কার্ত্তিক লেংকা ও বিশু চক্রবর্ত্তী সঙ্গীত গ্রহণ ঃ বলরাম বারুই ॥ পরিচয় লিখন ঃ লাল্টু রায় ॥ প্রচার ঃ দেবকুমার বসু ॥ সঙ্গীত ঃ অলোক দে ॥ বহির্দৃশ্য গ্রহণ ঃ দুলাল দাস, বরুন রাহা ॥ আলোক সম্পাতে ঃ সতীশ হালদার, দুঃখীরাম নস্কর, ব্রজেন দাস, বেনুধর বিশাল, মঙ্গল সিং, অনিল পাল, মধুসুধন গোস্বামী, গোবিন্দ হালদার।

ঃ কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ

শ্রী ও শ্রীমতি দিলীপ ভট্টাচার্য্য ॥ শ্রী ও শ্রীমতি দিলীপ মুখার্জী ॥ কুসুরী ও সিংবুলি টি এস্টেট ॥ কুসুরীর অধিবাসী বৃন্দ, যুগল জানা, প্রদীপ জানা, ডাঃ ভাদুরী, আশুতোষ দাঁ (বন্দুক বিক্রেতা)

প্রভাত দাসের তত্ত্বাবধানে ১নং নিউ থিয়েটার্স স্টুডিও-তে গৃহীত ও
জেমিনী ফিল্ম ল্যাবরেটরীজে পরিস্ফুটিত।
বিশ্বপরিবেশনা ঃ চণ্ডীমাতা ফিল্মস প্রাঃ লিমিটেড পরিবেশিত।

প্রিন্টোরিয়েন্ট, ৩২/১৩ বি, বিডন স্ট্রীট, কলিকাতা ৬ হইতে মুদ্রিত।

ধনরাজ তামাংকে আহত অবস্থায় হাতে পায়ে বেড়ী দিয়ে সিংটম টি-এস্টেট থেকে আসামী হিসাবে পাঠানো হয় ডিস্ট্রিক্ট জেলে, মারাত্মক ধরণের পাগল বলে। ডেপুটি জেলার মলয় ধনরাজের হাতে পায়ে বেড়ী খুলে দেবার আদেশ দিয়ে সেলে পাঠিয়ে দেন।

রাত্রিতে বাড়ী ফিরে মলয় দেখতে পায় এক ভদ্রলোক তার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে বসে আছেন। তিনি সিংটম টি-এস্টেটের ডাক্তার, নাম নিবারণ মজুমদার। স্ত্রীর পীড়াপীড়িতে গোপনে এসেছেন ধনরাজের খবর জানতে, সে কেমন আছে। ডাক্তারবাবু মলয়কে সব কথা বলেন।

ধনরাজ শৈশবেই পিতৃমাতৃহীন হয়ে দুর সম্পর্কের এক পিসীর কাছে কষ্টের মধ্যে দিয়ে মানুষ হয়। পিসী চা-বাগান অঞ্চলে বুড়ী মা নামে খ্যাত। বড় হয়ে ধনরাজ চা-বাগানে চাকুরী পায়, বাগানের মালিকরাও তাকে ভালবাসে। বেইমানি কি জিনিস সে জানে না। ওর শক্তি সাহস ছিলো প্রচণ্ড। দোষের মধ্যে ছিলো রাগ চেপে রাখতে পারতো না এবং অন্যায় দেখলেই হাত পা চালিয়ে দিতো। তাই ঐ অঞ্চলের কুখ্যাত গুণ্ডা ও দালালের দল নাগা, জুন, ছেত্রী, বীরেনদের সঙ্গে প্রায়ই হাতাহাতি ও মারামারি হতো। ওদের আড্ডা ছিলো কৃষ্ণ থাপার চায়ের দোকানে। থাপাও গোপনে নানা ধরণের [illegible] ব্যবসা করতো।

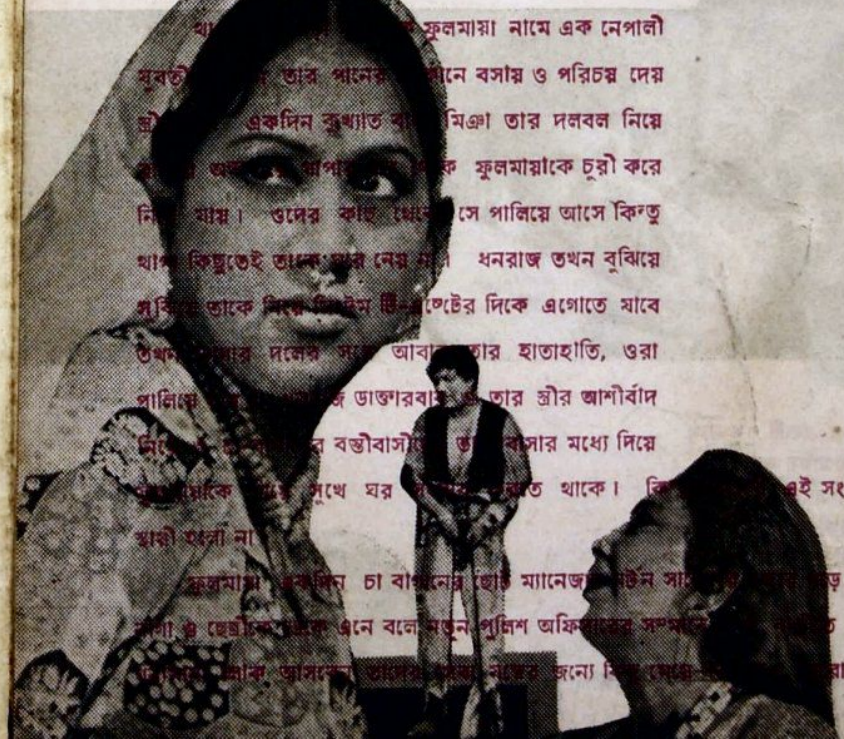

[illegible] ফুলমায়া নামে এক নেপালী যুবতী [illegible] তার পানের [illegible] নে বসায় ও পরিচয় দেয় [illegible] একদিন কুখ্যাত [illegible] মিশ্রা তার দলবল নিয়ে [illegible] ক ফুলমায়াকে চুরী করে নি[illegible] যায়। ওদের কাছ [illegible] সে পালিয়ে আসে কিন্তু থাপা কিছুতেই তাকে [illegible] নেয় [illegible] ধনরাজ তখন বুঝিয়ে [illegible] তাকে [illegible] টি-এস্টেটের দিকে এগোতে যাবে তখন [illegible] দলের [illegible] আবার [illegible] তার হাতাহাতি, ওরা পালিয়ে [illegible] জ ডাক্তারবাবু ও তার স্ত্রীর আশীর্বাদ নি[illegible] র বস্তীবাসী [illegible] বাসার মধ্যে দিয়ে [illegible] কে [illegible] সুখে ঘর [illegible] ত থাকে। [illegible] এই সংসার বেশী দিন স্থায়ী হলো না।

[illegible] একদিন চা বাগানের ছোট ম্যানেজার [illegible] ড়। সে কুখ্যাত নাগা ও ছেত্রী [illegible] এনে বলে নতুন পুলিশ অফি[illegible] পার্টি অনেক [illegible] আসছেন [illegible] জন্যে [illegible] রানো চলবে না।

সংগীত

ধনরাজের কথা ভেবে শুধুই কেঁদে মরেরে
তাকেই মনে পড়ে
আকাশ বাতাস ঝর্ণা পাহাড়
গাছপালা আর লতা
আজো ডোলেনিতো ধনরাজ
আর ফুলমায়ারই কথারে
ফুলমায়ারই কথা
ধনরাজ ছিল আছে থাকবে
এই চা বাগানে আসবে যারা
হাজার বছর পরে
ধনরাজকে ভুলবেনা কেউ
অমর চিরতরে সে
অমর চিরতরে

(২)

টিপাই টিপাই টিপাই টিপাই টিপাই টিপাইরে
আহা রামরো দু'টি পাতা একটি কুড়ি
সবুজ বাগানে এই সবুজ বাগানে
জাহাজ চড়ে যে এই চা যাবে রে
জার্মান যাবে জাপান যাবে
আর লণ্ডন যাবেরে
জাহাজ চড়ে যে এই চা যাবেরে
সাহেব খাবে মেম খাবে আর মজা পাবেরে

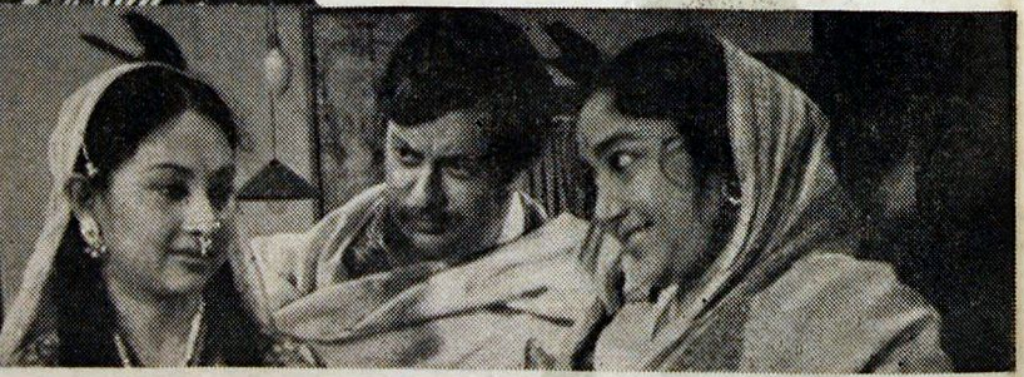

(১)

ধনরাজ তামাং একটি শুধু নাম
যতদিন ঐ হিমালয় থাকবে
তার কথা যে সবাই মনে রাখবে
একটি শুধু নাম ধনরাজ তামাং
সিম্‌টম্‌ এ চায়ের বাগান পাহাড়েরই কোলে
চিকন চিকন পাইন পাতা
তার কথা যে বলে রে
হিমেল হাওয়ার দোলে
পাহাড়িয়া ঝোড়া যে ঐ ঝিরি ঝিরি ঝরে

কাহিনী

ধনরাজ তামাংকে আহত অবস্থায় হাতে পায়ে বেড়ী দিয়ে সিংটম টি-এস্টেট থেকে আসামী হিসাবে পাঠানো হয় ডিষ্ট্রিক্ট জেলে, মারাত্মক ধরণের পাগল বলে। ডেপুটি জেলার মলয় ধনরাজের হাতে পায়ে বেড়ী খুলে দেবার আদেশ দিয়ে সেলে পাঠিয়ে দেন।

রাত্রিতে বাড়ী ফিরে মলয় দেখতে পায় এক ভদ্রলোক তার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে বসে আছেন। তিনি সিংটম টি-এস্টেটের ডাক্তার, নাম নিবারণ মজুমদার। স্ত্রীর পীড়াপীড়িতে গোপনে এসেছেন ধনরাজের খবর জানতে, সে কেমন আছে। ডাক্তারবাবু মলয়কে সব কথা বলেন।

ধনরাজ শৈশবেই পিতৃমাতৃহীন হয়ে দূর সম্পর্কের এক পিসীর কাছে কষ্টের মধ্যে দিয়ে মানুষ হয়। পিসী চা-বাগান অঞ্চলে বুড়ী মা নামে খ্যাত। বড় হয়ে ধনরাজ চা-বাগানে চাকুরী পায়, বাগানের মালিকরাও তাকে ভালবাসে। বেইমানি কি জিনিস সে জানে না। ওর শক্তি সাহস ছিলো প্রচণ্ড। দোষের মধ্যে ছিলো রাগ চেপে রাখতে পারতো না এবং অন্যায় দেখলেই হাত পা চালিয়ে দিতো। তাই ঐ অঞ্চলের কুখ্যাত গুণ্ডা ও দালালের দল নাগা, জুন, ছেত্রী, বীরেনদের সঙ্গে প্রায়ই হাতাহাতি ও মারামারি হতো। ওদের আড্ডা ছিলো কৃষ্ণ থাপার চায়ের দোকানে। থাপাও গোপনে নানা ধরনের বে আইনি ব্যবসা করতো।

থাপা অজ পাড়া গাঁ থেকে ফুলমায়া নামে এক নেপালী যুবতীকে এনে তার পানের দোকানে বসায় ও পরিচয় দেয় স্ত্রী বলে। একদিন কুখ্যাত বাচ্চু মিঞা তার দলবল নিয়ে রাতের অন্ধকারে থাপার ঘর থেকে ফুলমায়াকে চুরী করে নিয়ে যায়। ওদের কাছ থেকে সে পালিয়ে আসে কিন্তু থাপা কিছুতেই তাকে ঘরে নেয় না। ধনরাজ তখন বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাকে নিয়ে সিংটম টি-এস্টেটের দিকে এগোতে যাবে তখন নাগার দলের সঙ্গে আবার তার হাতাহাতি, ওরা পালিয়ে যায়। ধনরাজ ডাক্তারবাবু ও তার স্ত্রীর আশীর্বাদ নিয়ে ও চা-বাগানের বস্তীবাসীদের ভালোবাসার মধ্যে দিয়ে ফুলমায়াকে নিয়ে সুখে ঘর সংসার করতে থাকে। কিন্তু তাদের এই সংসার বেশী দিন স্থায়ী হলো না।

ফুলমায়া একদিন চা বাগানের ছোট ম্যানেজার নর্টন সাহেবের নজরে পড়ে। সে কুখ্যাত নাগা ও ছেত্রীকে ডেকে এনে বলে নতুন পুলিশ অফিসারের সম্মানে তার বাড়ীতে পার্টি অনেক গন্যমান্য লোক আসবেন তাদের সেবা যত্নের জন্যে কিছু মেয়ে দরকার। পুরোনো চলবে না।

ধনরাজের কথা ভেবে শুধুই কেঁদে মরেরে
তাকেই মনে পড়ে
আকাশ বাতাস ঝর্ণা পাহাড়
গাছপালা আর লতা
আজো ভোলেনিতো ধনরাজ
আর ফুলমায়ারই কথারে
ফুলমায়ারই কথা
ধনরাজ ছিল আছে থাকবে
এই চা বাগানে আসবে যারা
হাজার বছর পরে
ধনরাজকে ভুলবেনা কেউ
অমর চিরতরে সে
অমর চিরতরে

(২)

টিপাই টিপাই টিপাই টিপাই টিপাই টিপাইরে
আহা রামরো দু'টি পাতা একটি কুড়ি
সবুজ বাগানে এই সবুজ বাগানে
জাহাজ চড়ে যে এই চা যাবে রে
জার্মান যাবে জাপান যাবে
আর লণ্ডন যাবেরে
[illegible] যে এই চা যাবেরে
সাহেব খাবে মেম খাবে আর মজা পাবেরে

ধনরাজ আমার একা[illegible]
যতদিন এ হিমাল[illegible]
তার [illegible]
একটি শুধু [illegible]
সিমন্তম্ [illegible]
চিরদি চি[illegible]
তার কথা যে বলে রে
হিমেল হাওয়ার দোলে
পাহাড়িয়া ঝোড়া যে ঐ ঝিরি ঝিরি ঝরে

চুপ চুপ চুপ চুপ চুপ এবার তোরা থাম
কেন
ঐ সর্দার আসছে যে
কাজে ফাঁকি দিলে সর্দার
তুলবে পিঠের চাম
ও মুখ দেখে তোর ভুলবে যে সর্দার
আমার নয় তোর
আরে যা যা যা—
এতই সোজা নয় পাহাড় গলে বরফ গলে
তবু মন গলেনা তার

(৩)

দেখো ছুটি পেয়ে ভুলে সব কাজ
চলছে দলে দলে হাটে সব আজ।
ওদের যে দেখে জাগে আশা
মরেনিতো আজো ভালবাসা
দেখা শোনা এই মেলামেশা
এ পেতে এ জগতে আসা।
দেখো এখানে পাথরেও ফোটে ফুল
এ জগতে ভালবাসা নেই সেতো ভুল।
দুর্জনাকে দেখে জাগে আশা
মরেনিতো আজো ভালবাসা
দুজনারই এই বোঝাপড়া
মন দেওয়া নেওয়ারই সে ভাষা।
শোনো একদিন তো সবই শেষ হয়
শুধু ভালবাসা নেই তার ক্ষয়
যে মানুষ ভালবাসা জানে
পরকে যে সেই বুকে টানে
বড় নিঠুর এ জগতে
ভালবাসা আলো আশা আনে।

(৪)

তোরাতো সবাই ছিলি
কত কি ঢং দেখালি
ধনরাজ দেখেই গেলো
নজরে তার ধরলো না
কোথা থেকে একটা ছুঁড়ী
করল মনটা চুরি
তাকে ছাড়া আর কাউকে
বিয়াতো সে করলো না
আমাদের সকলেরই
পিরিতের মানুষ আছে
থাকলে একটা নাগর
যাব কেন পরের কাছে
থাম থাম থাম থাম
তোদের সব মুরোদ জানা আছে
পিরিতের মানুষ আবার
মেয়েদের একটা নাকি হ

আমিতো এই বাগানে
এক'শ মরদ পুষে রাখি হ্যাঁ
বলিহারি বুড়িমা
যৌবন চলে গেলে
বুড়িরা যাকে তাকে
পেয়ারের মানুষ ক'রে
দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখে
বুড়িমার নেই যৌবন
তাই সে বলে এমন
কি আমার যৌবন নেই
আমি বুড়িমা বলে সত্যিই বুড়ি নাকিরে এ
দ্যাখ্‌না সারা গায়ে
যৌবন আমার খেলা করে
দুচোখের চাউনি ভ'রে
ভোজালিতে ঝিলিক মারে হ্যাঁ-হ্যাঁ-হ্যাঁ।—
ও তাই বলি
এতদিনে হল মালুম
পর্‌থম্‌ বিয়ের রাতে
বুড়িমার সোয়ামী কেন
পালিয়েছিল প্রাণ বাঁচাতে
নেশার কথা তুললি যদি বলি তাহলে শোন
আছেরে এমন নেশা আনেযে মরন দশা
কিছুতে কাটেনা যে
নামটি যে তার ভালবাসা
শোন—বুঝলি—
এই ভালবাসার নেশা করে
ফুলমায়াকে গলায় পড়ে
ধনরাজ খুশী হল
আমরা খুশী তাই
এই এতবড় খুশীর দিনে
এর বেশী কি চাই।

(৫)

মন হল আজ ঝিলিমিলি পাহাড়িয়া ঝোড়া
বনফুলে সাজি কেন জানিস
কি কেউ তোরা রে
জানিস কি কেউ তোরা
আমার সিঁদুর আছে সোহাগ আছে
সুখেরি সংসার
ভাত আছে কাপড় আছে
অভাব কিসের আর গো
অভাব কিসের আর
বর পেয়েছি ঘর পেয়েছি
সুখ যে কপাল জোড়া
কেন যে আজ সুখী আমি
জানিস না কেউ তোরা
তোমায় পেয়ে জীবনটা যে
কতই ভলো লাগে
কত যে রং ছিল মনে
বুঝিনি তো আগে গো বুঝিনি তো আগে।

শিল্পী সংসদের
দ্বিতীয় নিবেদন
দুই-পৃথিবী
নাটকীয় ঘাত প্রতিঘাতে ভরা রঙিন ছবি
চিত্রনাট্য ও পরিচালনা পীযূষ বসু
ভূমিকায়•শিল্পী সংসদের সদস্যবৃন্দ
অন্য
স্বাদের
অনন্য
ছবি
মদনমোহন পিকচার্সের
কিশোর চিত্র
হীরে মানিক
পরিচালনা
সলিল দত্ত
সঙ্গীত-মৃণাল মুখোপাধ্যায়
শ্রে-সাবিত্রী-অনিল-বিকাশ-চিন্ময়
অজিতেশ-মা: সৌম্য-মা: বাপ্পা
সরকার ফিল্মস
প্রযোজিত
মাদার
(রঙিন)
কাহিনী-আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
পরিচালনা-নারায়ণ চক্রবর্তী
সঙ্গীত-বীরেশ্বর সরকার
শ্রে•শর্মিলা•অমল পালেকার•দীপঙ্কর
যুঁই•মা: অরিন্দম
চণ্ডীমাতা ফিল্মস পরিবেশিত